পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট

ঝামেলাবিহীন ফাইল ফরম্যাট

যারা ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্যসংগ্রহ করেন, বিশেষ করে সেইসব তথ্য যা সরাসরি ওয়েবসাইটে থাকে না বরং ডাউনলোড করে নিতে হয়— এমন সব ডকুমেন্টের সাথে হয়তো অনেকেই পরিচিত। তাছাড়া অনেক সফটওয়্যারের সাথেই ইন্সটলার ইনফরমেশন কিংবা রীডমি ফাইল হিসেবে থাকে পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট তথা পিডিএফ। অবশ্য আজকাল ছোটখাট ডকুমেন্ট হিসেবে এইচটিএমএল ফরম্যাট ব্যবহৃত হলেও বড় আকারের ডকুমেন্টের জন্য ফন্ট ও ইমেজ এমবেড করতে সক্ষম পিডিএফ-এর কোনো বিকল্প নেই।

এডবি পিডিএফ ফাইল ফরম্যাট তৈরি করে যাতে ফন্ট এমবেড করার সুবিধা থাকার ফলে ঝামেলা ছাড়াই ডকুমেন্ট এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে আনা নেয়া করা যায়। পরবর্তীতে এডবির সমস্ত প্রোগ্রাম উইন্ডোজের জন্য তৈরি হওয়ায় এই ফরম্যাটটি উইন্ডোজেও জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। তাছাড়া উত্তরোত্তর এই ফরম্যাটটি অনেক আপডেট হতে থাকে এবং এতে বিভিন্ন কমপ্রেশন টেকনোলজি যুক্ত হয়, ব্রাউজিং সুবিধা আনা হয়, বুকমার্ক সংযুক্ত করা হয় ফলে ফরম্যাটটি আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ফাইলের আকার অনেক বেশি ছোট হতে শুরু করে। আর

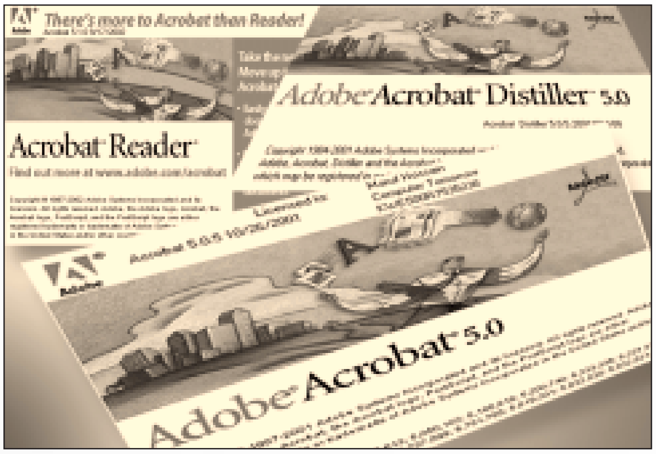

পিডিএফ আসলে কী ?

এটি জনপ্রিয় মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার নির্মাতা এডবি'র তৈরি একটি ফাইল ফরম্যাট— যাকে বলা হয় পিডিএফ বা পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট। এই ফরম্যাটটি সেইসময় তৈরি করা হয়েছিল— যখন উইন্ডোজ এতটা উন্নত হয় নি। এপল ম্যাকিন্টোশের জন্য একটি সার্বজনীন ফাইল ফরম্যাট হিসেবেই এটি তৈরি হয়। এটি শুরু থেকেই এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন ডকুমেন্টের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছবি এবং ফন্ট এমবেড করে পাঠানো যায়। কেননা, সে সময় ম্যাকিন্টোশ নিয়ে খুব বেশি সফটওয়্যার তৈরি হতো না এবং ফন্ট ও সফটওয়্যার উভয়ই বেশ দামি ছিল। তাই এক কম্পিউটারে যে ফন্ট থাকত, অন্য কম্পিউটারে সেই ফন্ট নাও থাকতে পারত। এসব দিক বিবেচনা করেই

ফাইলের আকার ছোট হওয়ার কারণেই ইন্টারনেটেও এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। পিডিএফ ফাইলের আরেকটি বড় সুবিধা হলো এটি আইবিএম ও ম্যাক উভয় ধরনের কম্পিউটারেই কাজ করে। তাই একবার একটি ফাইল তৈরি করার পর সেটি কোন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা হবে তা ইউজারকে ভাবতে হবে না।

কীভাবে পিডিএফ আপনার ঝামেলা কমাতে পারে ?

ধরা যাক, আপনি আপনার বাড়িতে সারারাত জেগে ১০০ পৃষ্ঠার একটি এসাইনমেন্ট তৈরি করলেন এমএস ওয়ার্ডের সর্বশেষ ভার্সনে এবং তাতে বেশ কিছু আনকমন ফন্ট এবং বিভিন্ন ধরনের টেবিল ব্যবহার করলেন। অথচ, আপনার বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অফিসে যে কম্পিউটারটি রয়েছে সেটির ওয়ার্ডের ভার্সন এত বেশি পুরনো যে, ফাইলের ফরম্যাটিং অনেকখানি বদলে গেল এবং আপনার আনকমন ফন্টটিও সেই কম্পিউটারে নেই। এ অবস্থায় আপনি যেটি করতে পারেন— তা হলো ফন্টগুলো সাথে নিয়ে গিয়ে সেই কম্পিউটারে তা ইন্সটল করে আরো ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করে আপনার পুরো এসাইনমেন্টের প্রতিটা পৃষ্ঠা চেক করে, তারপর প্রিন্ট করতে। কিংবা পুরো এসাইনমেন্টটা পিডিএফ ফাইল হিসেবে সেভ করে নিয়ে গিয়ে ফন্ট ও ফরম্যাটিংয়ের চিন্তা না করেই অন্যজায়গা থেকে প্রিন্ট করতে।

আবার, টুমরোর প্রতিটি সদস্য বাড়িতে আইবিএম কম্প্যাটিবল পিসি ব্যবহার করেন। আর টুমরো অফিসের সবগুলো কম্পিউটারই এপল ম্যাকিন্টোশ। কিন্তু তাই বলে ডকুমেন্ট শেয়ার কোনো সমস্যাই নয়। সবাই তাদের ডকুমেন্ট পিডিএফ ফরম্যাটে সেভ করে ই-মেইল করে দেন টুমরোর একাউন্টে। আর টুমরো অফিসে সেই পিডিএফ ফাইলগুলো প্রিন্ট করে নেয়া হয়।

পিডিএফ ফাইল কীভাবে খুলবেন ?

পিডিএফ এতবেশি জনপ্রিয় হবার পেছনে মূল কারণটি হলো সবাইকে এটি ব্যবহার করতে দেয়া। এক্রোব্যাট রিডার হলো পিডিএফ ফাইল পড়ার অফিসিয়াল সফটওয়্যার। এক্রোব্যাট রিডার ফ্রিওয়্যার হওয়ায় যে-কেউই খুব সহজে এটি সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন হার্ডওয়্যারের ড্রাইভার সিডিতেও এটি পাওয়া যায়।

অফিসিয়াল রিডার ছাড়াও এক্রোব্যাট ই-বুক রিডার, মাইক্রোসফট রিডারসহ অন্যান্য ই-বুক রিডারের মাধ্যমেও পিডিএফ ফাইল পড়া যায়।

পিডিএফ ফাইল কীভাবে তৈরি করবেন ?

পিডিএফ ফাইল তৈরি বেশ ঝামেলার। ঝামেলা এই কারণে যে এডবির পিডিএফ তৈরি করার একাধিক সফটওয়্যার রয়েছে। কিন্তু সবগুলো কিনে ব্যবহার করতে হয় এবং আমাদের দেশে এডোবি ফটোশপ কিংবা এডোবি ইলাস্ট্রেটর যত সহজে পাওয়া যায়— তত সহজে এই সফটওয়্যারগুলো পাওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক ধরনের থার্ড-পার্টি সফটওয়্যার নির্মাতারাও পিডিএফ তৈরির সফটওয়্যার বানিয়ে থাকেন— যার কোনোটাই সম্পূর্ণ নয়। কেননা এবং থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের কোনোটা শুধু টেক্সট কিংবা এইচটিএমএল ফাইল থেকে পিডিএফ বানাতে পারে কিংবা শুধু এক্সেল থেকে। তবে কেউ যদি এডবির মূল সফটওয়্যার লাইব্রেরিটি সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে পিডিএফ ফাইল তৈরি তার কাছে ওয়ার্ডের ডকুমেন্ট সেভ করার মতোই সহজ। এখানে আমরা পিডিএফ তৈরির অফিসিয়াল টুলগুলো নিয়ে আলোচনা করছি।

Acrobat PDFWriter

এই টুলটি শুধুমাত্র উইন্ডোজের জন্যই তৈরি। এটি ইন্সটল করলে আপনি স্টার্ট মেনুতে কোনো পরিবর্তনই দেখতে পাবেন না। কিন্তু এটি আপনার কম্পিউটারে Acrobat PDFWiter নামে একটি প্রিন্টার ইন্সটল করবে— যা শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রোগ্রামের প্রিন্ট ডায়ালগ বক্সেই দেখা যাবে। এর সাহায্যে কোনো পিডিএফ ফাইল তৈরি করতে চাইলে যেটি করতে হবে— তা হলো ওয়ার্ড, এক্সেল, নোটপ্যাড কিংবা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অর্থাৎ আপনার ফাইলটি যে সফটওয়্যারের সেটি চালাতে হবে এবং File মেনু থেকে Print অপশনটি দিতে হবে। এতে আপনার Print ডায়ালগ বক্সটি আসবে। প্রিন্ট ডায়ালগ বক্সের প্রিন্টার হিসেবে কম্বো বক্সটিতে আপনার প্রিন্টারটির নিচেই দেখবেন Acrobat PDFWriter নামের প্রিন্টারটি। এই

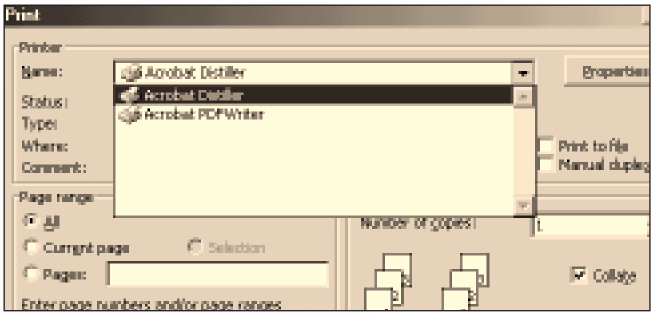

প্রিন্টারটি সিলেক্ট করে, প্রিন্ট করলেই একটি ডায়ালগবক্স আপনার কাছে একটি পিডিএফ ফাইলের নাম এবং তাকে কোথায় সেভ করে রাখবেন সেটি জানতে চাইবে। নাম দিয়ে Save করলেই দেখবেন ঠিক যেভাবে প্রিন্ট করে সেভাবেই আপনার প্রোগ্রাম প্রিন্ট

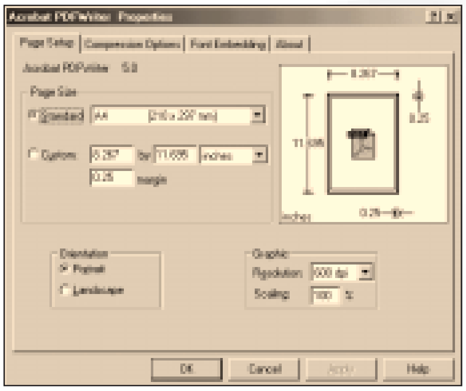

করছে। প্রিন্ট শেষে ঐ লোকেশনে গিয়ে আপনার কাঙ্ক্ষিত পিডিএফ ফাইলটি পেয়ে যাবেন।

PDFWriter-এর বিভিন্ন প্রোপার্টি পরিবর্তন করতে Print ডায়ালগ বক্স থেকে প্রিন্টারের Properties বাটনে ক্লিক করতে হবে। PDFWriter-এর প্রোপার্টির মধ্যে পৃষ্ঠার সাইজ, রেজ্যুলেশন, বিভিন্ন কমপ্রেশন অপশন ও ফন্ট এমবেডিং সংক্রান্ত প্রোপার্টি পাওয়া যাবে। আপনার সফটওয়্যারের Page Setup-এ কাগজের যে সাইজ দেয়া তা আপনার পিডিএফ ফাইলের পৃষ্ঠার সাইজ হবে না, যদি না এই প্রোপার্টি থেকে তাকে বদলে দেয়া হয়। তাছাড়া ডিফল্ট হিসেবে সব ফন্ট এমবেডেডও হয় না— তাই এই প্রোপার্টির Font Embedding ট্যাব থেকে Embed All Fonts চেক বক্সে টিক দিয়ে দিলে দরকারি ফন্ট এমবেড না হবার ভয় থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

Acrobat Distiller

পিডিএফ ফাইল তৈরির প্রথম অফিসিয়াল সফটওয়্যার Adobe Acrobat Distiller। এটি ম্যাকিন্টোশ ও উইন্ডোজ উভয় ভার্সনেই পাওয়া যায়। এটির রয়েছে একটি নিজস্ব ইন্টারফেস। এই ইন্টারফেস থেকে ইপিএস কিংবা পোস্টস্ক্রিপ্ট ফাইলকে পিডিএফ করা যায়। আর এপল ম্যাকিন্টোশে ইপিএস বা পোস্ট স্ক্রিপ্ট বেশি ব্যবহৃত হয় বলে ম্যাকিন্টোশে এই ইন্টারফেসের ব্যবহার বেশি। এছাড়া Acrobat Distiller-ও একটি প্রিন্টার তৈরি করা যা Acrobat PDFWriter-এর মতোই ব্যবহার করা যায়। তবে ডিস্টিলারের প্রোপার্টি অনেক বেশি— আর এসব প্রোপার্টি PDFWriter-এর মতোই সহজে পরিবর্তন করা যায়। ডিফল্টভাবে এই ডিস্টিলার ফাইলের নাম কিংবা কোথায় পিডিএফ ফাইলটি সেভ করবে তা জিজ্ঞেস করে না এবং ভার্সন ভেদে ডেস্কটপে কিংবা ইন্সটলকৃত ফোল্ডারে Output নামে একটি ফোল্ডারে পিডিএফ তৈরির পর সংরক্ষণ করে। তবে প্রোপার্টি পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজেই এটি পরিবর্তন করা যায়।

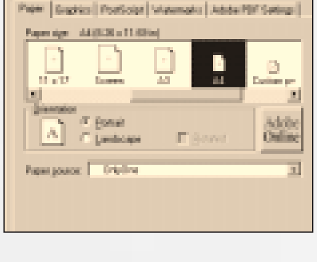

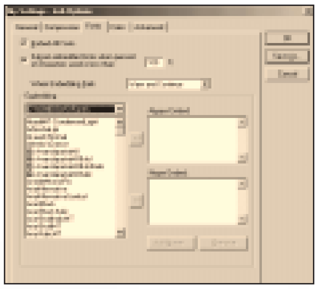

Acrobat PDFMaker For MS Office

এটিও শুধুমাত্র উইন্ডোজেই কাজ করে। তাও সম্পূর্ণ উইন্ডোজে নয়, বরং মাইক্রোসফট অফিসের যেসব প্রোডাক্ট ম্যাক্রো সাপোর্ট করে সেগুলোতে। আর এটি ব্যবহার করতে হলে অফিস প্রোডাক্টের ম্যাক্রোসিকিউরিটি ডিজেবল রাখতে হবে। এটি ইন্সটল করলে অফিস প্রোডাক্টে দু'টি বাড়তি আইকন যুক্ত হবে এবং Acrobat নামে একটি নতুন মেনু যুক্ত হবে।

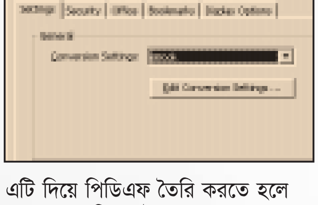

এটি দিয়ে পিডিএফ তৈরি করতে হলে মেনু থেকে কিংবা টুলবার থেকে Convert to Adobe PDF অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে। আর পিডিএফ তৈরি করার আগে ফাইলটিকে অবশ্যই সেভ করে নিতে হবে। এরপর একটি ফাইলের নাম ও লোকেশন দিয়ে দিলেই এটি পিডিএফ ফাইল তৈরি করবে। এটি অন্য দুটির তুলনায় অনেক ধীরগতির এবং পিডিএফ তৈরির জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে Acrobat Distiller ব্যবহার করে। তাছাড়া পিডিএফ ফাইল তৈরি শেষে এটি নিজেই ডকুমেন্টটি একবার বন্ধ করে দিয়ে আবার খোলে— যা যথেষ্ট বিরক্তিকর। তবে এটি ওয়ার্ডের অনেকগুলো বাড়তি ফিচার, যেমন বুকমার্ক ও হাইপার লিঙ্ক সংরক্ষণ করে— যা আসলে পিডিএফ-এর এডভান্সড ফিচার ব্যবহারেরই সুযোগ দেয়।

Adobe Acrobat

Acrobat Reader দিয়ে শুধুমাত্র পিডিএফ ফাইল পড়া যায় কিংবা টেক্সট কপি করে সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু পিডিএফ ফাইলের পরিবর্তন, কোনো পৃষ্ঠা বাতিল কিংবা একাধিক পিডিএফ ফাইল জুড়ে দিতে Adobe Acrobat-ই একমাত্র সফটওয়্যার। অর্থাৎ এটি হলো পিডিএফ এডিটিং সফটওয়্যার। এটির বাড়তি ফিচারগুলোর মধ্যে যে-কোনো ওয়েবসাইটকে ডাউন লোড করে পিডিএফ তৈরি করে ফেলবার মতো Web Capture, একাধিক পিডিএফ ফাইল তুলনা করার Compare, ডকুমেন্টে ডিজিটাল সিগনেচার দেয়া, ফর্ম তৈরি করা এবং ফর্মের বানান চেক করা অন্যতম। তাছাড়া টেক্সট কিংবা ইমেজ ফাইলকে পিডিএফ হিসেবে খুলে তাতে পরিবর্তন করাও এর মাধ্যমে সম্ভব। তাছাড়া বিভিন্ন প্লাগ-ইনসের মাধ্যমে এর ফিচার আরো বাড়ানো সম্ভব।

Adobe Acrobat-এর সবচে' বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর ম্যাকিন্টোশের ফুল ভার্সনের সাথেই Acrobat Distiller, ও যুক্ত থাকে। আর উইন্ডোজ ভার্সনে ডিস্টিলার ছাড়াও Acrobat PDFWriter ও Acrobat PDFMaker-ও থাকে। ফলে এই একটি সফটওয়্যারেই সবগুলো পাওয়া সম্ভব।

বাংলার সাথে কিছু সমস্যা

আমরা আগেই বলেছি, পিডিএফ-এ ফন্ট এমবেড হয়ে যায়। আর তাই বাংলায় তৈরি ডকুমেন্ট পিডিএফ করা অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু বাংলার প্রধান সমস্যা হলো ফন্ট। তাছাড়া ইউনিকোড থাকা কিংবা না থাকাও এ ব্যাপারে একটি বড় ভূমিকা রাখে। এখানে বেশ কিছু প্রচলিত বাংলা সফটওয়্যারের সাথে পিডিএফ-এর সমস্যার কথা বলা হলো।

বিজয়

বাংলা লেখার জন্য সবচে' প্রচলিত ও জনপ্রিয় সফটওয়্যার বিজয়। বিজয় ম্যাকিন্টোশ ও উইন্ডোজ দু'টোতেই সমান জনপ্রিয় এবং প্রচলিত। তাছাড়া বিজয়ের ফন্ট পরিবারও বিশাল। ম্যাকিন্টোশে বাংলা ডকুমেন্ট পিডিএফ করতে কোনো সমস্যা হয় না কেননা, এই ফন্টগুলোর সবই স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু উইন্ডোজের বিজয়ের অন্যতম প্রচলিত ৪টি ফন্ট স্ট্যান্ডার্ড না হওয়ায় কিংবা লক থাকার কারণে এই ফন্ট ৪টি এমবেডেড হয় না। এই ৪টি ফন্ট হলো— Bijoy, SutonnyMJ, AnadapatraMJ ও BhramaputraMJ। এই ৪টি ফন্ট বাদ দিয়ে পিডিএফ করা হলে কোনো সমস্যাই থাকবে না।

আলপনা

আলপনা'র ফন্টগুলোর সাথে পিডিএফ এর কোনো সমস্যাই হয় না। কিন্তু আল্পনা ইউনিকোড সাপোর্ট করায় PDFWriter দিয়ে পিডিএফ তৈরির সময় illegal operation এরর আসে এবং ওয়ার্ড বন্ধ হয়ে যায়। তবে Acrobat Distiller কিংবা Acrobat PDFMaker-এর সাথে কোনো সমস্যা হয় না।

বংশী ওয়ার্ড

খুব বেশি প্রচলিত না হলেও বর্তমান সময়ে এটি বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। বংশীরও আল্পনার মতো একই সমস্যা হয় PDFWriter দিয়ে পিডিএফ ফাইল তৈরির সময়। তবে বাকি দুটোর কল্যাণে কাঙ্ক্ষিত আউটপুট পাওয়া সম্ভব।

ইউনিকোড সাপোর্ট করে পিডিএফ

এখন পর্যন্ত এডোবি'র কোনো সফটওয়্যারেই ইউনিকোড সাপোর্ট সংযুক্ত হয় নি। তারপরও ইউনিকোডের স্ট্যান্ডার্ড মেনে তৈরি করা ওপেন টাইপ ফন্ট (OTF) কোনো সমস্যা ছাড়াই এমবেড হয় পিডিএফ-এ।

এডোবি সফটওয়্যার সাপোর্ট

পিডিএফ এডবি'র নিজস্ব পণ্য হওয়ায় এডবি'র অন্যান্য পণ্যও পিডিএফ সাপোর্ট করে। যেমন— এডোবি ফটোশপ পিডিএফ ফরম্যাটে ফাইল সেভ করতে পারে তবে শুধু এক পৃষ্ঠার। আবার সাধারণ পিডিএফ ফাইলও ফটোশপ দিয়ে খোলা যায়— কিন্তু সেক্ষেত্রে ফটোশপ শুধুমাত্র প্রথম পৃষ্ঠাটাই প্রদর্শন করে। একইভাবে এডোবি ইলাস্ট্রেটর ও অন্যান্য সফটওয়্যারও পিডিএফ সাপোর্ট করে।

▮ মোঃ মারুফ হোসেন

দৃষ্টি আকর্ষণ

গত সংখ্যার সিডিতে প্লাগ-ইনস সহ এডোবি এক্রোব্যাট স্যুট দেয়া হয়েছে।